১৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...0..1 MAR..1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ২.....

নারী শিক্ষা বিরোধী মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা গড়পাড়া গার্লস স্কুলের অফিস ও বিজ্ঞান ভবন জ্বালিয়ে দিয়েছে —জনকণ্ঠ

নারী শিক্ষা ঠেকাতে গড়পাড়া দিঘী গার্লস স্কুলে এবার মৌলবাদী চক্রের আগুন ॥ সব পুড়ে ছাই

মানিকগঞ্জ, ২৮ ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- নারী শিক্ষাবিরোধী মৌলবাদী সন্ত্রাসী চক্র আবার গড়পাড়া দিঘী গার্লস হাই স্কুলে হামলা চালিয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাতে সন্ত্রাসীরা স্কুলের অফিস ও বিজ্ঞান ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে স্কুলের দলিলপত্র, ছাত্রীদের জন্য আনা বই, পোশাক এবং বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ ব্যাপারে পুলিশ স্কুলের নৈশ প্রহরীসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে।

এর আগে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা স্কুল চলাকালে শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের স্কুল থেকে বের করে দিয়ে তালাবদ্ধ করে দেয়। প্রধান শিক্ষিকা [illegible] বাদী হয়ে ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে পুলিশ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে স্থানীয় পীর মোকলেসুর রহমান আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটার প্রতিশ্রুতিসহ মুচলেকা দিয়ে ঐ দু'জনকে ছাড়িয়ে নেয়।

এরপরও স্কুলের শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা অভিযোগ করে আসছিলেন যে, তাদের পথে-ঘাটে হুমকি দেয়া হচ্ছে। কতিপয় তরুণ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ১৯৯৪ সালে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করে। স্থানীয় কয়েকজন স্কুলের জন্য জমি দান করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গোড়া হতেই একটি মহল স্কুলটি প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা এবং ষড়যন্ত্র করে আসছিল। এলাকার একজন প্রভাবশালী ধর্মব্যবসায়ীর নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রকারী এই মহলটি জোট বাঁধে। গড়পাড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নাছিরুল হক খান পটল জানান, ঐ ধর্মব্যবসায়ী পরিবারটি এলাকায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি হোক তা চায় না। এলাকায় শিক্ষার অগ্রগতি হলে বিশেষ করে মহিলারা শিক্ষিত হলে ঐ পরিবারের ধর্মের নামে ব্যবসায় ক্ষতি হবে।

শত বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্রের মুখেও স্কুলটি কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এখানে ছাত্রীদের কোন বেতন নেয়া হয় না। বইপত্র, পোশাকও স্কুল হতে বিনা পয়সায় সরবরাহ করা হয়। তাই ক্রমশই ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমন অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীরা আবার তৎপর হয়ে ওঠে। এরই জের ধরে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি স্কুলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে।

জেলা প্রশাসক আঃ রাজ্জাক, সদর টিএনও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।